২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মিলাদ পাঠ ও কেয়াম

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) যখন আল্লাহর ঘর তৈরী করছিলেন, তখন ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত ঘরের নির্মাণ কাজ কবুল করার জন্য এবং নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানাদিদের মুসলিম হয়ে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা কেয়াম করে নবী করিম (দঃ)-এর আর্বিভাব আরবে ও হযরত ইসমাইলের বংশে হওয়ার জন্য এভাবে দোয়া করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۔

অর্থাৎ "হে আমাদের রব! তুমি এই আরব ভূমিতে আমার ইসমাইলের বংশের মধ্যে তাদের মধ্য হতেই সেই মহান রাসুলকে প্রেরণ করো - যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কোরআন সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদেরকে পবিত্র করবেন"। সুরা বাকারা ১২৯ আয়াত।

এখানেও দেখা যায়- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাসুলুল্লাহর আবির্ভাবের চার হাজার বৎসর পূর্বেই মুনাজাত আকারে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর সারা জিন্দেগীর কর্ম চাঞ্চল্য ও মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষমতা বর্ণনা করে হুজুর (দঃ)-এর মিলাদের সারাংশ পাঠ করেছেন এবং এই মুনাজাত বা মিলাদ দন্ডায়মান অবস্থায়ই করেছেন— যা পূর্বের দুটি আয়াতের মর্মে বুঝা যায়। ইবনে কাছির তাঁর বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ অর্থাৎ উক্ত দোয়া করার সময় ইব্রাহীম (আঃ) দন্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন।

নবী করিম (দঃ) বলেন ঃ اَنَا دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ "আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফসল"। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট থেকে চেয়ে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে আরবে ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে নিয়ে এসেছেন। এটা উপলব্ধির বিষয়। আশেক ছাড়া এ মর্ম অন্য কেউ বুঝবেনা। বর্তমানে মিলাদ শরীফে রাসুলে পাকের আবির্ভাবের যে বর্ণনা দেয়া হয়- তা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার তুলনায় সামান্যতম অংশ মাত্র। সুতরাং আমাদের মিলাদ শরীফ পাঠ ও কেয়াম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামেরই সুন্নাত। (দেখুন বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা)